An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

Total pages 21 **Date of publishing - 5th May '2023**

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৬৩

ASSOCIATION SAMVAD MAY - 2023 Volume 24 No. 6

মে - ২০২৩

www.bengalassociation.com

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

সম্পাদকের কলমে

আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি, বসন্তের বাতাস বয়েছে....

দিল্লীর সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালি, বিভিন্ন প্রান্তে, বেশ সুসজ্জিত হয়ে, বর্ষবিদায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন করেছেন। একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে, কব্জি ডুবিয়ে লোভনীয় পদ আস্বাদন করে, সকলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে সানন্দে গেয়েছেন, "এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ"। দক্ষ রাজার খরতাপময় মেজাজী কন্যা বিশাখা (যার নামে এই বৈশাখ মাস) তিনি কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েই স্বমহিমায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সংস্কৃতি বাঁচাতে রবিঠাকুর, পরিত্রাতা হিসাবে সর্বদা আমাদের পাশে থাকলেও, এই তীব্র দাবদাহে নাজেহাল অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে, একমাত্র পরিত্রাতাকে খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমরা। তাই অনেকেই বিরস বদনে আউড়ে যাচ্ছিলাম, যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।

এই প্রখর দারুন অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিন ভুলতে চেয়ে, অনেকেই বিভোর হয়ে ভেবেছেন, পৌষের কাছাকাছি রোদ মাখা সেই দিন ফিরে পাওয়ার কথা কিংবা হৃদয়ের মরুপথে, রিমঝিম ধারায় তাঁদের মনকে হারাতে। আশ্চর্যজনক ভাবে মনের একান্ত চাওয়া পাওয়াগুলো জানাজানি ও কানাকানি হয়ে কিভাবে মা প্রকৃতিরও মন ছুঁয়ে গেছে। সন্তানের আকুলতায়, সমব্যথী হয়েছেন প্রকৃতি মা। অসময়ে রিম ঝিম ঝিম বৃষ্টির দেখা পেয়েছি আমরা, তৃষিত চাতক মন, অমৃতসুধা বারিধারায় ক্ষণিকের তরে। সকাল সাঁঝে মনে দোলা দিয়ে মেজাজ হয়েছে প্রফুল্ল, ফুরফুরে। বৃষ্টির সুরে সুরে সোনায় রাগিনী হয়ে, এলোমেলো মন বারবার জানতে চেয়েছে, ও কি এলো, ও কি এলো না, নাকি সবটাই মায়াময় স্বপনছায়া এবং ছলনা। তবে এই মুহূর্তে ঠিক বোঝা না গেলেও, সময় একদিন ঠিক উত্তর দেবে। খুশির খবর পেতে গেলে, অপেক্ষা তো করতেই হয়!

আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকেই বহু সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ, আমাদের কর্মকান্ডকে ভালোবেসে সদস্য হয়েছেন, তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নানা আঙ্গিকে। সুদীর্ঘ এই সময়ে, বহু পুরানো সদস্যদের যোগাযোগের নাম্বার এবং ঠিকানা পরিবর্তিত হওয়ায়, আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের কাছে ইচ্ছে থাকলেও পৌঁছাতে পারছি না। সকলকে বিশেষ অনুরোধ, তাঁরা যেন আমাদের অফিসে এসে বা মেল/মেসেজের মাধ্যমে পরিবর্তিত ঠিকানা এবং যোগাযোগের নাম্বার আপডেট করে আমাদের সাহায্য করেন। বর্তমান সময়েও, রাজধানী

শহরের বহু মানুষ, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দিল্লীর, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবর সোশ্যাল মিডিয়া, আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েব সাইট ফলো করে এগিয়ে আসছেন, আমাদের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রাণ চঞ্চল উজ্জ্বল উপস্থিতি, আমরা দেখেছি। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা আমাদের কর্মকান্ডকে ভালোবেসে, সদস্যপদ গ্রহণ করে, আমাদের হাত একটু শক্ত করে ধরেন, তাহলে উভয়ের যৌথ উদ্যোগে, বহির্বঙ্গে রাজধানী শহরে আমরা মাতৃভাষা সংরক্ষণে নিশ্চয়ই সাফল্য পাবো। ইতিমধ্যে যাঁরা সদস্যপদ নিয়েছেন, সকলকেই বিশেষ অনুরোধ, তাঁরা যেন আমাদের অফিসে এসে বা যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তিত ঠিকানা এবং যোগাযোগের নাম্বার আপডেট করে আমাদের সাহায্য করেন।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নিজস্ব সংবাদ

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন এবং নেতাজি সুভাষ সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু জয়ন্তী স্মরণে এবছর জানুয়ারী মাসে, 'নেতাজির ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁর গুরুদের অবদান' শীর্ষক বিষয়ে একটা আন্তঃস্কুল রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। গত ৮ই এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত, মুক্তধারা মঞ্চে সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সহ নেতাজির জীবনচর্চা সম্পর্কিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। রাজধানী দিল্লী শহরের আটটি বাংলা স্কুলের প্রায় ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। দুটি বিভাগে বিভক্ত এই প্রতিযোগিতায়, ছাত্রছাত্রীরা মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বোসের জীবনচর্চার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সমাজ ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনীকার লেখক শ্রী কিংশুক নাগ এবং বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ (আইএনএ) এর প্রবীণ সদস্য লেফটেন্যান্ট আর মাধওয়ান। এনার বর্তমান বয়স ৯৭ বছর। ইনি ১৯৪৩ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। তিনি যেমন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, অপরদিকে AHF (আজাদ হিন্দ ফৌজ)-এর রিক্রুটমেন্ট অফিসার এবং তহবিল সংগ্রহকারী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নেতাজি সুভাষ সংগঠনের সভাপতি ড. আনন্দ মুখার্জি, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী তপন রায়, অধ্যাপক দিলীপ বোস উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত গুণীজন সকলেই নেতাজির জীবন ও কর্মপন্থা সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। মূল অনুষ্ঠানে বিনয় নগর বিদ্যালয়, লেডি আরউইন বিদ্যালয়, শ্যামাপ্রসাদ ও ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যক্তিদের প্রভাব সম্পর্কিত নানা আলোচনার সাথে উনি কিভাবে "নেতাজী" হয়ে উঠলেন সেই ব্যাপারেও আলোকপাত করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই মহান ব্যক্তির প্রতি আগ্রহ এবং জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটানোই ছিল এই অভিনব প্রয়াসের একমাত্র লক্ষ্য। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলীর দিকনির্দেশনা ও সঞ্চালনা ছিল চোখে পড়ার মত। নেতাজি সুভাষ সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী অরুণাভ পাল চৌধুরি, নেতাজির কর্মপন্থাকে জনমানসে ছড়িয়ে দিতে প্রত্যেক বছর এই ধরণের একটি অনুষ্ঠানের কথা বলেন যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নেতাজির জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হবে। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণে নেতাজি সুভাষ সংগঠন ও দিল্লীর বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি শ্রী উৎপল ঘোষ এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উপস্থিত সকলকে সাধুবাদ ও প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপক প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গত প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের "বর্ষ বিদায় বর্ষ বরণ" অনুষ্ঠান পালিত হলো বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনের মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে। সান্ধ্যকালীন এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব শ্রীমতী কাকলী সাহা। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের পৃষ্ঠপোষক শ্রী দেবপ্রসাদ রায় মহাশয়, প্রাক্তন সভাপতি ডঃ অমিতাভ মুখার্জী মহাশয়, বর্তমান সভাপতি শ্রী তপন রায় মহাশয়, সহ সভাপতি শ্রী গৌরপদ সরকার, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক শ্রী তপন মুখার্জী এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রী সৌরাংশু সিংহ। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার পর, বাংলাদেশের কয়েকজন সঙ্গীত প্রেমী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গঠিত "ধানসিঁড়ি" গানের দল পরিবেশন করেন পঞ্চ কবি, দেশাত্মবোধক এবং লালনগীতি। আই.আই.টি. দিল্লীতে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত সৌম্য চৌধুরী ও দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে আইসিসিআর স্কলারশিপ প্রাপ্ত মিউজিক ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্স-এ অধ্যয়নরত তিথিনু মারমা এবং অনার্সে অধ্যয়নরত অর্পিতা দাস, রিমিয়া রহমান সেদিন সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। দিল্লীতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের এই ছাত্রছাত্রীরা, আমাদের আমন্ত্রণ বার্তা পেয়ে খুব কম সময়ে, এই ধানসিঁড়ি গানের দলটি গড়ে তোলেন। এনাদের যন্ত্রসঙ্গীতে সহায়তা করেছিলেন, রাজধানী শহরের দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে আইসিসিআর স্কলারশিপ প্রাপ্ত মিউজিক ডিপার্টমেন্টে অনার্সে অধ্যয়নরত সৌমিক দে ও অন্যান্যরা। পরবর্তী অনুষ্ঠানে রাজধানী দিল্লীর বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী অরুণিমা

ঘোষের নির্দেশনায় 'মনসিজা' নৃত্যগোষ্ঠী ওড়িশি নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শককে মোহিত করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও স্বর্ণযুগের বাংলা গান পরিবেশন করেছিলেন রাজধানী দিল্লীর বর্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পী শ্রী শিবাশিস মুখার্জী। ওনার চমৎকার কণ্ঠে এবং পরিবেশনে সেদিনের সন্ধ্যার পরিবেশ এক আলাদা মাত্রা পেয়েছিলো। ওনাকে তবলায় সঙ্গত করেন শ্রী নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত এবং সিন্থেসাইজারে শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী। সেদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটির দক্ষ সঞ্চালনায় মুগ্ধ করেছিলেন, বিশিষ্ট বাচক শিল্পী শ্রীমতী নবনীতা চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠান শেষে, উপস্থিত সকল দর্শককে মিষ্টিমুখ করিয়ে নতুন বাংলা বছরকে আহ্বান জানানো হয়।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে, গত ১৬ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায়, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে গত মাসের নাট্যমেলা দারুন সফলতার সাথে মঞ্চস্থ হয়েছে। দিল্লী শহরের দুই সুপরিচিত নাট্যগোষ্ঠী এই তৃতীয় নাট্যমেলায় অংশ নিয়েছিলেন। স্বাতী মুখার্জীর নির্দেশনায়, ইন্দিরাপুরমের প্রান্তিক কালচারাল সোসাইটি প্রযোজিত আবাহন নাট্যগ্রুপ তাদের নাটক "যুদ্ধের আগে" মঞ্চস্থ করেছিলেন। এরপরে গৌতম দাশগুপ্তর পরিচালনায় নির্বাক এক্টিং একাডেমি প্রস্তুত করেছিলেন, চন্দন সেনের নাটক সৌদামিনী। গত জানুয়ারী মাসের নাট্যমেলায়, হলভর্তি দর্শকের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অসাধারণ সাফল্যের সাথে ভূষণ এ্যমেচার গোষ্ঠী এবং চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটি তাদের দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। রাজধানী শহরের যে সমস্ত নাট্যদলগুলি এইভাবে এগিয়ে এসে আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হলো।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আগামী অনুষ্ঠান

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে, দিল্লীর বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এবছরেও কবিগুরুর ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, আগামী ৭ই মে রবিবার সকাল সাড়ে ছ'টায়, মান্ডি হাউসের সন্নিকটে কোপারনিকাস মার্গে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরের প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে। রাজধানী দিল্লী শহরের একমাত্র এই সুবৃহৎ প্রভাতী অনুষ্ঠানে, বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে, রাজধানী দিল্লী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের শতাধিক উৎসাহী ব্যক্তিসহ বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার শিল্পীগণ, গান কবিতা, নৃত্য, নাট্যাংশ বা পাঠে অংশ নেবেন। আমরা ইতিমধ্যে অসংখ্য আবেদন পেয়ে,

বাছাই পর্বের মাধ্যমে, আমাদের সীমিত ক্ষমতা অনুসারে চেষ্টা করেছি, নতুন প্রতিভাদের সুযোগ করে দিতে। রাজধানী শহরে, বাঙালি প্রজন্মকে, সুস্থ সাংস্কৃতিক বাতাবরণ দেওয়ার লক্ষ্যে, আগামীতে আমরা আরও নতুন প্রতিভা অন্বেষণে ব্রতী হয়ে তাঁদের মঞ্চের সুযোগ করে দিতে সচেষ্ট হবো।

অবণী লাহিড়ীর উদ্যোগে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 'দিগন্ত' সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত অমরেশ গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টায় এবং সেবাব্রত চৌধুরীর সম্পাদনায় 'দিগন্ত' নতুন চেহারায় 'দিগঙ্গন' নামে আত্মপ্রকাশ করে। সেই ঐতিহ্যবাহী ধারা বজায় রেখে এই পত্রিকাটি নিয়মিত রূপে প্রকাশ হয়ে আসছে। আগামী ৭ই মে, রবিবার রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে, কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, প্রভাতী অনুষ্ঠানে, এই দিগঙ্গন পত্রিকার "বৈশাখ সংখ্যা" প্রকাশিত হবে। বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষার প্রসার এবং সংরক্ষণে, দিল্লীর সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ এগিয়ে আসুন। মাত্র ১০০০ টাকার বিনিময়ে দিগঙ্গন পত্রিকার স্টলে, আজীবন সদস্য হওয়ার আবেদন পত্র পাওয়া যাবে।

অন্যান্য সংবাদ

আমাদের অনেকেরই বাড়িতে বিভিন্ন ধরণের অব্যবহৃত ঔষধ, অযত্নে পড়ে থাকে এবং একসময় মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সেগুলো বাধ্য হয়ে কুড়াদানে ফেলে দিতে হয়। অথচ আমরা একটু সজাগ হলেই, আমাদের বাড়িতে বাক্সবন্দী হয়ে থাকা এই অব্যবহৃত ওষুধগুলো কিন্তু অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে, আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে। আপনাদের সকলের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনারা একটু সজাগ এবং সহানুভূতিশীল হয়ে, যদি এই অব্যবহৃত ওষুধগুলো, আপনাদের চারপাশে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সামাজিক কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে, তাদের কাছে পৌঁছে দেন, অনেক অভাবী মানুষ উপকৃত হবে। এই ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে, গত ১১ই এপ্রিল, দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্কের আই ব্লকের আবাসিক কল্যাণ সমিতি এবং রাজধানী শহরের উল্লেখযোগ্য একমাত্র মহিলা গ্রুপ 'সহচরী', যৌথ উদ্যোগে একটি ওষুধ দান শিবিরের আয়োজন করেছিল। কয়েকমাস আগেও একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা, পূর্ব দিগন্ত ফাউন্ডেশন এই মহান উদ্যোগে ব্রতী হয়েছিল। দিল্লীর বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই সকল সংস্থার, চিন্তাধারা এবং মানবিক উদ্যোগকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে, কবিগুরু স্নেহের পরশে নাম দিয়েছিলেন "মহাত্মা" এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, সিঙ্গাপুর থেকে রেডিও ভাষণে প্রথমবারের জন্য 'বাপুজি' বলে ডেকেছিলেন। অনেকেই মনে করেন, দেশ স্বাধীন করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছাড়াও, আধুনিক ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতপাত বর্জিত এক সমাজ নির্মাণ করার পথ তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন। এই জাতির জনকের সুযোগ্য পৌত্রী তারা গান্ধী ভট্টাচার্য, সারা জীবন গান্ধীজীর আদর্শে পথ চলে, ওনার দেখানো পথে সমাজ সংস্কার এবং সেবার কাজে রত রয়েছেন। গত ২৪শে এপ্রিল ওনার নব্বইতম জন্মদিনে, কিংসওয়ে ক্যাম্পে হরিজন সেবক সংঘের আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, কোষাধ্যক্ষ শ্রী সৌরাংশু সিংহ এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রী রাহুল মুখার্জী। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য এবং কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে ওনাকে জন্মদিনের অসংখ্য শুভ কামনা, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাই।

গত ২৮শে এপ্রিল, দিল্লীর লোধি রোড সংলগ্ন হ্যাবিটেট সেন্টারের ভিস্যুয়াল আর্ট গ্যালারীতে একটি চিত্র এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন "রঙ্গায়ন"। ১৫জন বিশিষ্ট শিল্পীর বৈচিত্র্যময় অংশগ্রহণে, তেল এক্রাইলিক, সিরামিক এবং ধাতু ব্যবহার করে, তাঁদের অনন্য শৈলী এবং কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে, অন্তর্নিহিত নান্দনিক সম্ভাবনার একটি প্রমাণ রেখে বিমোহিত করেছিলেন উপস্থিত সকলকে। এই বিশেষ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী, রাজধানী শহর দিল্লীর দুই বিখ্যাত শিল্পী শ্রী তীর্থঙ্কর বিশ্বাস এবং শ্রী তাপস বসু জানিয়েছেন, এই শিল্পকলা প্রদর্শনীতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ণ আর্ট, দিল্লীর প্রাক্তন ডিরেক্টর শ্রী অদ্বৈত গদনায়েক। সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ভারতমন্ত্রকের অধীনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অতিরিক্ত সচিব আইআরএস, কন্ট্রোলার অ্যাকাউন্ট ডঃ ব্রিজেশ কে সিং এবং ভারত মন্ত্রকের মিডিয়া ও বিনোদন কমিটির ন্যাশনাল চেয়ারম্যান শ্রী সন্দীপ মারওয়া। এছাড়াও বিখ্যাত শিল্পী শ্রী যতীন দাস, আনন্দময় ব্যানার্জী, বিমান দাস এবং জনপ্রিয় কবি ও সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে এই প্রদর্শনটি একটি আলাদা মাত্রা সৃষ্টি করেছিল।

গত ২৮শে এপ্রিল, ইমপ্রেসারিও ইন্ডিয়ার সযত্ন প্রয়াসে দিল্লীর লোধি রোড সংলগ্ন হ্যাবিটেট সেন্টারের স্টেইন অডিটোরিয়ামে দুই দিন ব্যাপী অসাধারণ সন্ধ্যার আয়োজনে মুগ্ধ হয়েছিলেন রাজধানী শহরের অগণিত সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ, এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক এবং শিবা ইলেক্ট্রনিকা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর প্রয়াত এ বি সরকারের স্নেহময় স্মৃতির প্রতি উৎসর্গিত এই অনুষ্ঠানে, বাংলার

সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় ধারাকে প্রচারের আলোয় তুলে ধরার প্রচেষ্টা নিয়ে ছিল এই আয়োজন। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার প্রথমদিনে চাকদহ নাট্যজন কলকাতা নিবেদন করেছিলেন 'বিল্লমঙ্গল কাব্য' নাটকটি। বাংলার সুবিখ্যাত অভিনেতা এবং জনপ্রিয় নাট্যকার শ্রী দেবশঙ্কর হালদারের নির্দেশনায় উপস্থিত দর্শক পেয়েছেন পরিতৃপ্তির ছোঁয়া। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথিতযশা সুনিবনয় রায়ের সুযোগ্য শিষ্য এবং পুত্র শ্রী সুরঞ্জন রায়। এরপরেই শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশনে মুগ্ধ করেন সারেগামাপা খ্যাত জনপ্রিয় শিল্পী গুরুজিৎ সিং। রাজধানীর প্রবাসী বাঙালিদের কাছে সুস্থ সংস্কৃতির বাতারবণ ছড়িয়ে দিতে ইমপ্রেসারিও ইন্ডিয়ার এই মহান উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

গত ৩০শে এপ্রিল, চিত্তরঞ্জন ভবনে, দিল্লীর একমাত্র মহিলা গ্রুপ সহচরী'র বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, "যোলোআনা বাঙালিয়ানা" সুচারুভাবে পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট নৃত্য ও চিত্রশিল্পী শ্রীমতি মঞ্জু মৈত্র। মঙ্গল শঙ্খধ্বনি এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছিল। সহচরী গ্রুপের কর্ণধার শিবানী শর্মার সুপরিকল্পিত আয়োজনে, প্রত্যেক সহচরীর জন্য ছিল হরেক রকমের প্রতিযোগিতার আসর, যা ছিল বেশ অভিনব। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে, উপস্থিত সকল সহচরীর অংশগ্রহণে, "আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে" গান সমবেত সঙ্গীত হিসাবে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ভবন এবং ভুবন।

রাজধানী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংবাদ

নতুন বাংলা বছরকে স্বাগত জানিয়ে, "তোমার খোলা হাওয়ায়" শীর্ষক তিনদিন ব্যাপী বাংলা উৎসবের আয়োজন হয়েছিল, চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিনচন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে। দুই দেশের অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানা দিক তুলে ধরতে বাংলাদেশ-ভারত ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদ এবং বিহু ক্রিয়েশন, যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। দুই বাংলার বহু গুণীজনের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে, এই উৎসব আলাদা মাত্রা পেয়েছিলো। উপস্থিত ছিলেন উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্ণর ড. আতিউর রহমান, প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সমর বিশেষজ্ঞ ড. মেজর জেনারেল পি.কে. চক্রবর্তী, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার মো. নুরুল ইসলাম এবং প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহিড়ী সহ আরও অনেকে।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে, প্রচুর সংস্কৃতি প্রেমী দর্শক এবং ভক্তের জন সমাগমে, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ-১৪৩০

উৎসব পালিত হলো। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মিঃ শাবান মাহমুদ, মিনিস্টার (প্রেস), বাংলাদেশ হাই কমিশন এবং সফিকুল আলম, পলিটিক্যাল কাউন্সিলর, বাংলাদেশ হাই কমিশন। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়ীর চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ট্রাস্টি শ্রী অভিজিৎ মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক, শ্রী সুব্রত দাশ এবং শ্রী বাসব লাহিড়ী, সহ সভাপতি, দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়ী। অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন দিল্লীর দুই জনপ্রিয় শিল্পী শ্রী রাজর্ষি দেবরায় ও শ্রীমতী সুমনা ব্যানার্জী। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত প্রায় পাঁচশো ভক্ত এবং দর্শককে মিষ্টির প্যাকেট এবং নতুন বছরের বাংলা পঞ্জিকা ও ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়।

গত ১১ই এপ্রিল, চিত্তরঞ্জন ভবনে বিকেল পাঁচটা থেকে "দূরের খেয়া" পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী সন্ধ্যা উদযাপিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে, উত্তর প্রদেশের শিল্প শহর কানপুর থেকে হাতে লেখা পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন সম্পাদক শ্রী বাপী চক্রবর্তী। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বিগত ঊনপঞ্চাশ বছর ধরে নিয়মিত ভাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সারা ভারতবর্ষের অসংখ্য সৃজনশীল সাহিত্যপ্রেমী খ্যাতিমান লেখক এবং সাহিত্যিকগণ এই পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন। সেদিন চিত্তরঞ্জন ভবনে সঙ্গীত, স্মৃতিচারণ, কবিতা, আবৃত্তি ও গল্প পাঠের মধ্য দিয়ে চা, কফি, স্ন্যাক্স সহযোগে আমন্ত্রিত অক্ষর প্রেমীদের পঞ্চাশ বছর পূর্তির প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে অভিনন্দিত করলেন "দূরের খেয়া"র কর্ণধার, সম্পাদক বাপী চক্রবর্তী। এইদিন সন্ধ্যায় রাজধানী দিল্লী শহরের অসংখ্য কবি সাহিত্যিক এবং আবৃত্তিকার যথাক্রমে, প্রাণজি বসাক, প্রণব দত্ত, কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য্য, পৃথা দাশ, ইন্দিরা দাশ, শাশ্বতী গাঙ্গুলী, অরূপ বন্দোপাধ্যায়, শিবানী শর্মা সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শোনা যায়, উপস্থিত সাহিত্যপ্রেমী ব্যক্তিগণ সেদিন একটা অমূল্য সন্ধ্যার সাক্ষী হয়ে থাকলেন।

গত মাসে ২২ এবং ২৩শে এপ্রিল, চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে রাজধানী শহরের বিশিষ্ট তিনটি নাট্যদল যথাক্রমে যাপনচিত্র, করোলবাগ বঙ্গীয় সাংসদ' এবং 'সৃজনী সোশিও কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, যৌথভাবে পাঁচটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। সৃজনী গোষ্ঠী তাদের দুটি নাটক 'গ্র্যান্ড ফাদার' ও 'সীতানাথপুর', করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ তাদের নতুন প্রযোজনা "করোনাকালে হীরক রাজার দরবারে" এবং যাপনচিত্র তাদের দুটি নাটক, বাদল সরকারের 'সুটকেস' নাটক অবলম্বনে 'চিত্রকর' এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের গল্প অবলম্বনে 'ডালিম' মঞ্চস্থ করেছে। দুইদিনের উৎসবে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন, শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী এবং মৌলি গাঙ্গুলী ভট্টাচার্য্য।

"মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা" - মাতৃমন্দির সমিতি পরিচালিত 'রবিবারের বঙ্গ সংস্কৃতির আসর' গতকাল ৩০শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হলো মাতৃমন্দির লাইব্রেরী হলে। আসরের প্রথা মেনে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানে কণ্ঠ মেলান উপস্থিত সকলেই। অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি মুক্ত গদ্য এবং কবিতা পাঠ করেন বিশিষ্ট কবি শ্রীমতী কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য। আসরে গান শোনান শ্রী চন্দ্রনাথ মুখার্জী, ডাঃ উত্তম কুমার মুখার্জী, বাউল গানে শ্রী শম্ভুনাথ সরকার, ডাঃ পার্থ রায় (ভাইরোলজিষ্ট), শ্রীমতী রূপা সরকার, সোনালী ভট্টাচার্য (ক্যালিফোর্নিয়া), সুপর্ণা লাহিড়ী, ভাস্বতী দাস গঙ্গোপাধ্যায় (অধ্যাপিকা JNU। কবিতায় প্রতিবারের মতই মুগ্ধ করেন শ্রী দীপেন্দ্রনাথ দাস (Pro V.C.JNU), শ্রী তপন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী তপন কুমার দে। আসরে প্রথমবার কবিতা পাঠ করেন শ্রী রামকুন্তল হাজরা (অধ্যাপক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)। আসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে যে সকল বিশিষ্ট বাঙালী এই মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের স্মরণ করে, তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। কিংবদন্তী চিত্রশিল্পী যামিনী রায় সম্পর্কে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের কাছে আলোকপাত করেন অধ্যাপক অঞ্জন রায় (IIT Delhi)। মন্দিরের পক্ষ থেকে শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের নববর্ষের অভিনন্দন জানান। আসরের একদম শেষের মুখে উৎসাহী শ্রোতাদের মধ্যে থেকে গান শোনাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা শ্রী অমিতাভ মুখার্জী মহাশয় এবং সকলে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে মুগ্ধ হয়। গতমাসে যাঁদের জন্মদিন ছিল, উপস্থিত তাঁদের সকলকে আসরের পক্ষ থেকে একটি লাল গোলাপ দিয়ে তাঁদের দীর্ঘ সুস্থ জীবনের কামনা করা হয়। সমবেত কণ্ঠে "মোদের গরব মোদের আশা" গানটি গাওয়ার পর আসরের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পয়লা বৈশাখের পুণ্য দিনে, ইন্দিরাপুরমের প্রান্তিক কালচারাল সোসাইটির সদস্যরা, এস পি এস 'কম্যুনিটি হলে', নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বিশেষ দিনে, প্রান্তিক সোসাইটির পঞ্চদশ পূর্তি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং পথ নির্দেশিকা তৈরী করা হয়। বিগত দু বছর যাবৎ, প্রান্তিক কালচারাল সোসাইটি, পয়লা বৈশাখের দিন, তাদের নিজস্ব একটি থিম সম্বলিত ইংরেজি এবং বাংলায় একটা 'ডেস্কটপ ক্যালেন্ডার' প্রকাশ করে। এই বছরেও নববর্ষের দিনে গত ১৪ বছরের থিম সম্বলিত একটা সুদৃশ্য ক্যালেন্ডারের উন্মোচন করা হয়েছে এবং উপস্থিত সকলের মাঝে বিতরণ করাও হয়েছে।

বাঙালীর প্রাণের দেবতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপরিসীম অবদান, রাজধানী দিল্লী শহরের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এবং ওনার রচিত সঙ্গীত, চর্চা এবং পরিবেশনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাজধানী দিল্লীর বিশিষ্ট

সঙ্গীতের দল, রবিগীতিকা, "সুধীর চন্দ স্মৃতি পুরস্কার ২০২৩" আয়োজন করেছিল। গত ২৩শে এপ্রিল, চিত্তরঞ্জন পার্কের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল সোসাইটি হলে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজনে, রাজধানী দিল্লী শহরের ছ'টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল এবং প্রায় সকলেই চমৎকার পরিবেশনে মুগ্ধ করেছিলো উপস্থিত সকলকে। সেদিন এই প্রতিযোগিতায়, সম্মানিত বিচারকের আসন অলংকৃত করেছিলেন, শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য, ডঃ সুভদ্রা দেশাই, শ্রী নবারুণ ভট্টাচার্য এবং শ্রী আশীষ ঘোষ মহাশয়। প্রতিযোগিতায় তিনজন বিজয়ীকে ইলেকট্রনিক তানপুরা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। রাজধানী শহরে মাতৃভাষা সংরক্ষণে এই উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়।

গত ৩০শে এপ্রিল, চিত্তরঞ্জন পার্ক শিবমন্দিরের পাঠাগারে, কলমের সাত রঙের সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পত্রিকার সম্পাদক শ্রী কালীপদ চক্রবর্তীর সঞ্চালনায়. বিগত তিন বছর ধরে নিয়মিত রূপে এই সাহিত্য সভার আয়োজন করে চলেছে কলমের সাত রঙ সাহিত্য পত্রিকার কার্যকরী সমিতি। দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়িতেও এই সাহিত্যসভা বিকল্পভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সাহিত্য সভায় দিল্লীর বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করে, তাঁদের সাহিত্য কীর্তির অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান। সেদিন গল্প ও কবিতা পাঠে ছিলেন, দিল্লীর জনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রী নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, শ্রী দীনেশ চন্দ্র দাস, শ্রীমতী যুথিকা চক্রবর্তী, শ্রীমতী কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য, শ্রী গৌতম দাশগুপ্ত, অরূপ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। আবৃত্তি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন শ্রী অসীম মিশ্র। সাহিত্য আলোচনা ও আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও। কলমের সাত রঙের সভাপতি ডক্টর টি কে রায় সেদিনের অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। প্রতিবারের মত সেদিনও সাহিত্য সভার শেষে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা ছিল।

গত ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায়, দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়িতে, সুরসঙ্গম কলা একাডেমীর পক্ষ থেকে বার্ষিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার পরিচালক এবং অধ্যক্ষ রঞ্জীব বিশ্বাসের আমন্ত্রণে অসংখ্য সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন।

আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

রাজধানী শহরে লে রিদম ফাউন্ডেশন একটি বিশেষ সুপরিচিত নাম। সুনামের সাথে কর্মরত এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রী রাজীব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ৯ই মে অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ, কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে চিত্তরঞ্জন

পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে, "বিশ্ব চেতনায় রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আপনাদের সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ইন্দিরা পুরম, প্রান্তিক কালচারাল সোসাইটির শ্রী নীলাদ্রী দেব চৌধুরী জানিয়েছেন, আগামী ১৩ই মে সন্ধ্যায়, ইন্দিরাপুরমের উইন্ডসর ক্লাবে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা উদযাপন করা হবে। উক্তদিনে সন্ধ্যায়, অভ্যন্তরীণ সদস্যদের মধ্যে, একান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্যের আয়োজন করা হয়েছে।

আগামী ১২ই মে, কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটির উদ্যোগে, মন্দির প্রাঙ্গণে সকালে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করা হবে। সঙ্গীত পরিবেশনে অংশ নেবেন, রাজধানী শহরের বিশিষ্ট সঙ্গীত দল, রবিগীতিকা, উত্তরায়ণ, সপ্তক, উজান এবং সাম্পান-এর শিল্পীবৃন্দ।

আগামী ১৩ই মে, শনিবার মান্ডি হাউস সংলগ্ন শ্রীরাম সেন্টার অডিটোরিয়ামে, ঠিক সন্ধ্যা ৭টায়, একটা বর্ণময় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করতে চলেছেন, রাজধানী দিল্লী শহরের প্রণম্য ব্যক্তিত্ব, প্রয়াত সঞ্জয় সরকারের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় গঠিত "সঞ্জাত" গোষ্ঠী। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডারে প্যারোডি বা প্রহসন সম্পর্কিত একান্ত ভাবনাগুলো একত্রিত করে, ইতিহাসের মোড়কে নাচে, গানে ও গল্পে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আপনারা সকলে হাজির হয়ে, সন্ধ্যায় মেতে উঠতে পারেন।

আগামী ১৩ই মে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, দিল্লীর লোধি রোড সংলগ্ন ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে, ইমপ্রেসারিও ইন্ডিয়া এবং প্রভাস কল্যাণী প্রীতি ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে, রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, কলকাতার বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অদিতি গুপ্ত। কবিগুরুর শেষের কবিতা অবলম্বনে "লাবণ্যের ডাইরি" শীর্ষক অনুষ্ঠানে, সকলকে স্বাগত জানিয়েছেন উদ্যোক্তাগণ।

আগামী ১৩ই মে, ফরিদাবাদ কালীবাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে সঙ্গীত এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন উদ্যোক্তরা।

এই শতকের গোড়া থেকেই পূর্ব দিল্লীতে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন হয়ে চলেছে। পূর্ব দিল্লী, নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও ফরিদাবাদের ৩৬টি সংগঠন ২০০৩

নাগাদ একত্রিতভাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের জন্য, 'পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সমিতি' গঠিত হয়। প্রথমে লক্ষ্মীনগরের নির্মান বিহারের পিএসকেতে এবং ২০০৯ থেকে আইপি এক্সটেনশনের পূর্বাশা কালীবাড়িতে এই রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়ে আসছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং কবিতার গুণমান বিশেষতঃ একক পরিবেশনের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে কোনও প্রভাতী অনুষ্ঠানের বিচারে তুল্যমূল্য হত অনুষ্ঠানটি। কিন্তু যাঁরা শুরু করেছিলেন তাঁদের অনেকেই বর্তমানে এর দায়িত্বে না থাকায় এবং অর্থাভাব দেখা দেওয়ার বর্তমান অংশীদাররা পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সমিতিকে পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সমিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, বাধ্য হয়েই। যাতে রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রভাতী অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে সমস্যা না হয়। এবারে পূর্বাশা কালীবাড়িতে কিছু নির্মাণ সংক্রান্ত অসুবিধা থাকায় প্রথমবারের জন্য ময়ূর বিহার ফেজ ওয়ানে কালীবাড়িতে আগামী ১৪ই মে, ২০২৩ সকাল ৭টা থেকে এই রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রভাতী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে।

আগামী ১৪ই মে, চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজের বেসমেন্ট হলে সকাল থেকে, গান, কবিতা, নৃত্য, শ্রুতি নাটকের মাধ্যমে প্রায় ৫০জন শিল্পীর সমন্বয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনে গুরুদেবকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ১৪ই মে, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটির সুভাষ হলে সন্ধ্যা ৭টায়, একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। হরাইজোনস নিবেদিত, সেদিনের সন্ধ্যায়, নির্ভীক চ্যাটার্জী'র চিত্রনাট্য এবং পরিচালনায় একটি গীতি আলেখ্যে অংশগ্রহণ করবেন রাজধানী দিল্লী শহরের বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ।

যাপনচিত্রের পক্ষ থেকে আগামী ২১শে মে, রবিবার, নিউ দিল্লী চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে পুনরায় মঞ্চস্থ হতে চলেছে বাংলা নাটক 'ডালিম'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রচিত ছোট গল্প অবলম্বনে নাটকটির নাট্যরূপ এবং নির্দেশনা করেছেন সুহান বসু। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন উৎসবে এই নাটকটি হলভর্তি দর্শকের সুনজরে এসেছিলো। নাটকে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শান্তনু ভট্টাচার্য এবং সৌরশান্ত বসুর সুরে কণ্ঠ দিয়েছেন নন্দিনী ঘোষ দস্তিদার এবং বিশাখা বসু।

একটি বিশেষ আবেদন

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী এবং সংলগ্ন বাঙালিদের কাছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবর "অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ" নামক একটা মাসিক ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমের আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু দিল্লীতে প্রায় কুড়ি লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন এবং সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখা খুব সহজ কাজ নয়। ফলস্বরূপ দিল্লী এবং সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বহমান সাংস্কৃতিক সংবাদ, সঠিক সময়ে আমাদের সংগ্রহে না থাকায়, আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হবো। আমরা যথাসম্ভব সেগুলো প্রকাশ করে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যেকোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা আমাকে ব্যক্তিগত হোয়াটস্যাপ (রাজা চট্টোপাধ্যায় - 9810484734) মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন।

আশাকরি, আমাদের সকল সদস্যগণ এবং দিল্লীসংলগ্ন এলাকার, সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবামূলক বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন, আমাদের এই লক্ষ্যপূরণে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

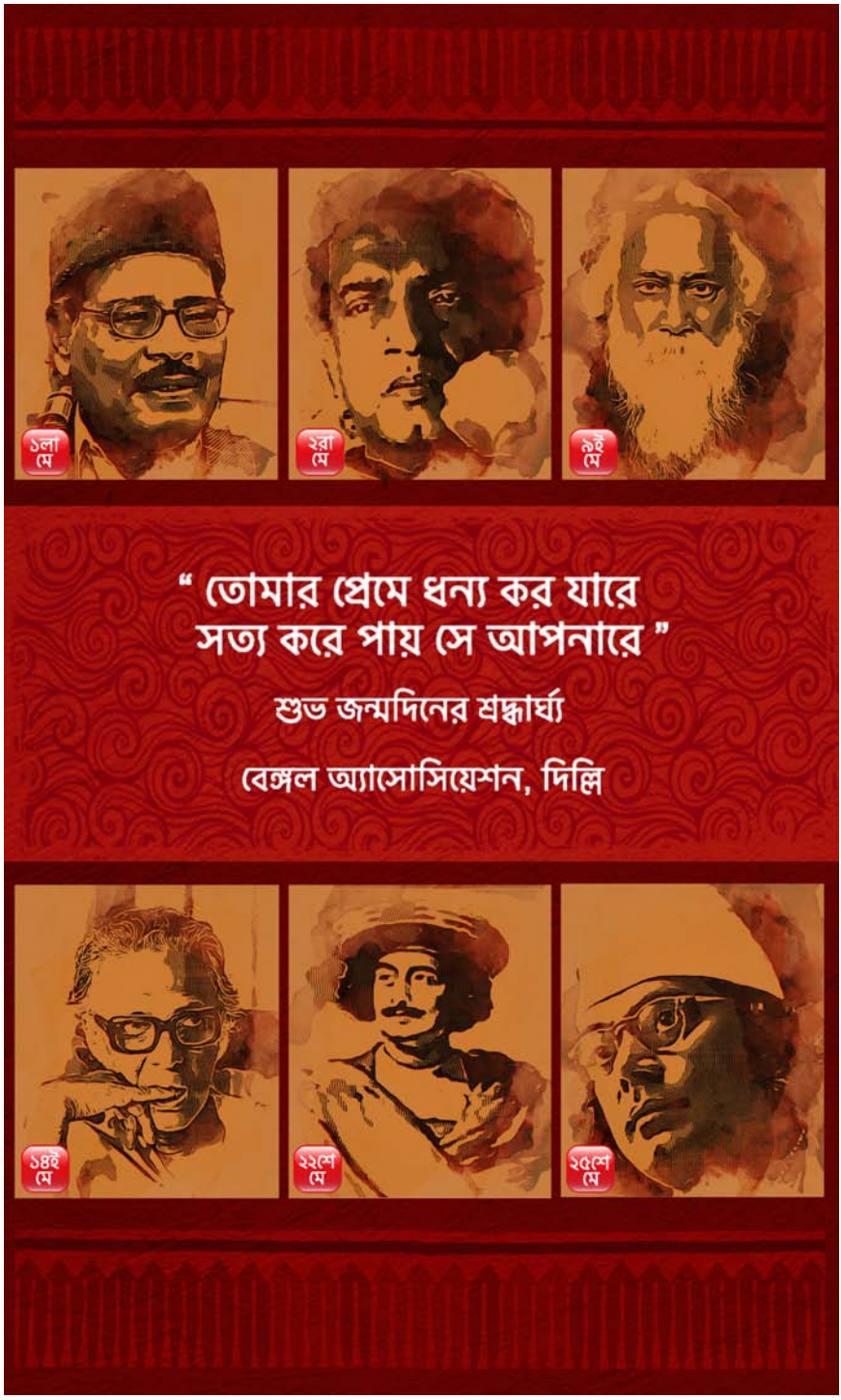
১লা মে
২রা মে
৯ই মে
" তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে
সত্য করে পায় সে আপনারে "
শুভ জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি
১৪ই মে
২২শে মে
২৫শে মে

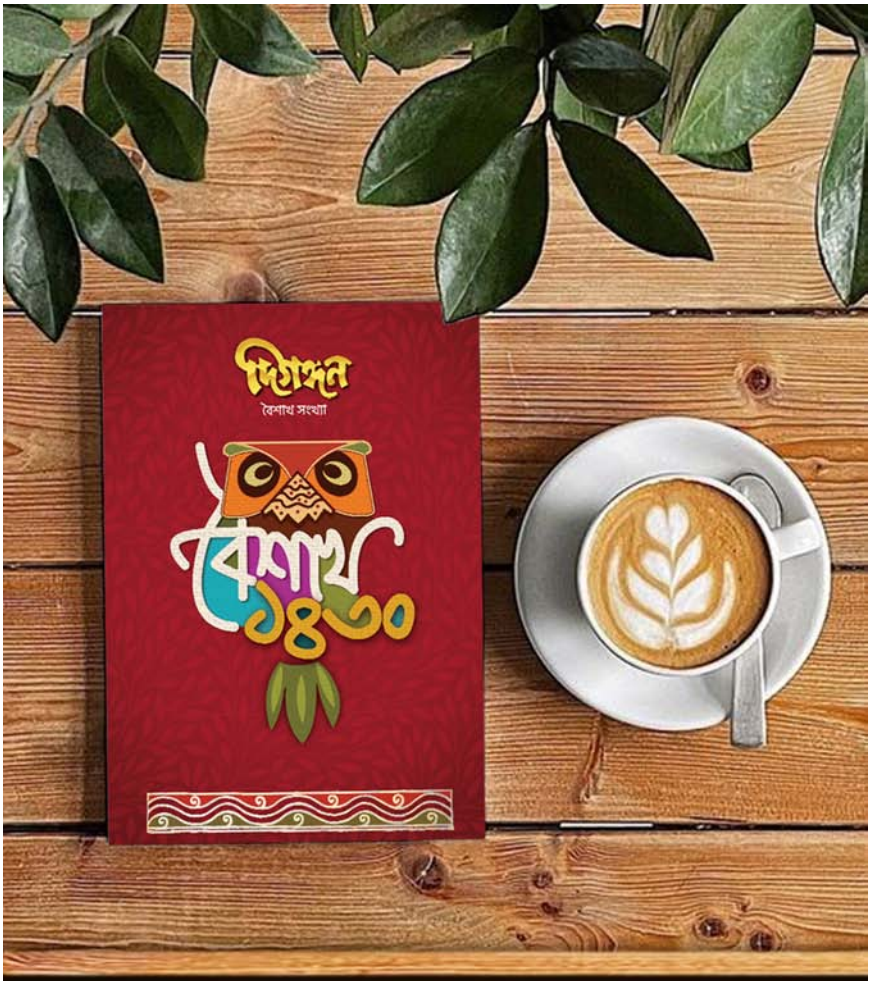

৭ই মে, ২০২৩ রবিবার প্রত্যুষে
রবীন্দ্র ভবনের প্রাঙ্গণে
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রভাতী অনুষ্ঠানে
প্রকাশিত হতে চলেছে
দিগঙ্গন পত্রিকার ৪৩ তম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা।

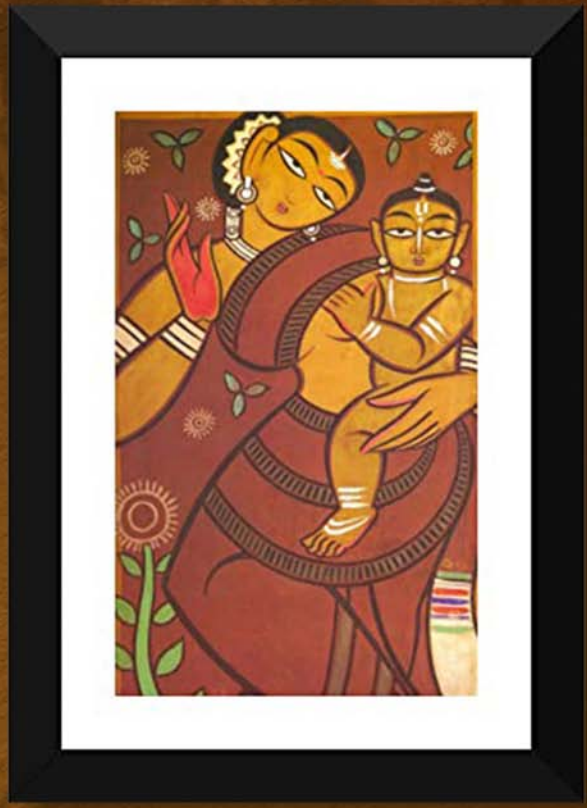

"তোমার রক্ত কণায় ঠাঁই নিয়ে মা ধন্য হলাম আমি,
চোখ মেলতেই তোমার দু-চোখ দেখতে পেলাম আমি"

মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা

১৪ই মে ২০২৩

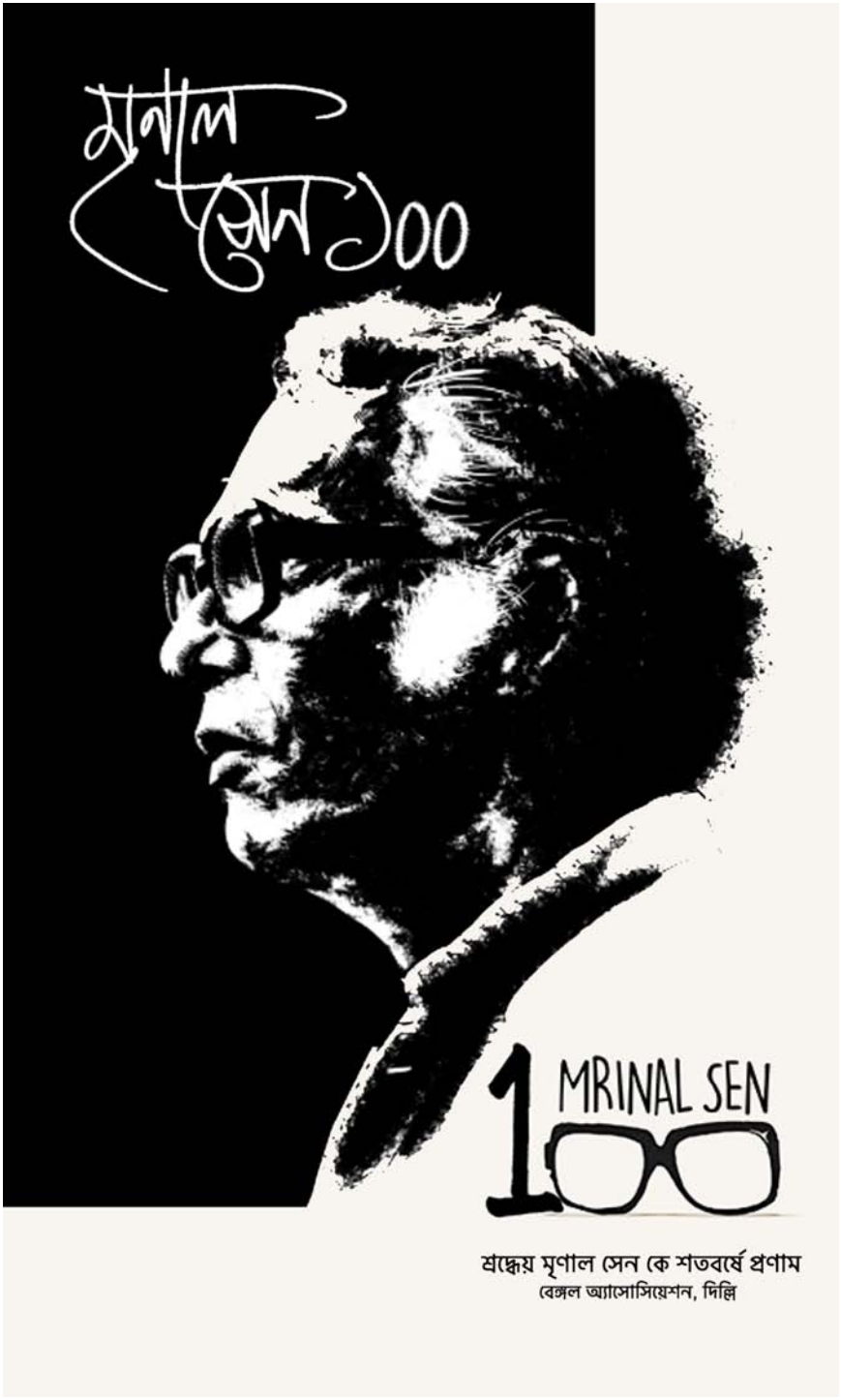
মৃণাল সেন ১০০
MRINAL SEN
100
শ্রদ্ধেয় মৃণাল সেন কে শতবর্ষে প্রণাম
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি

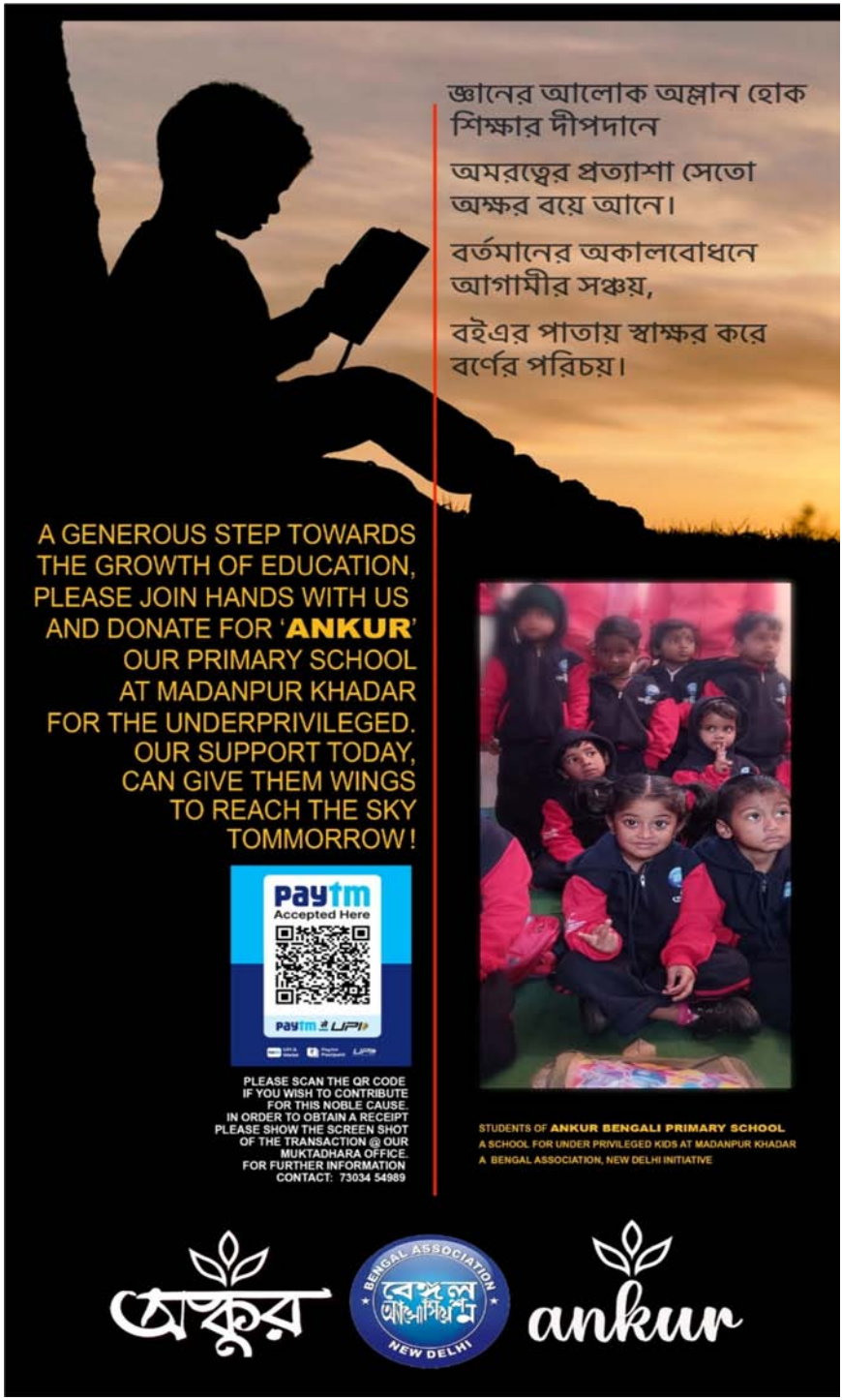
জ্ঞানের আলোক অম্লান হোক
শিক্ষার দীপদানে
অমরত্বের প্রত্যাশা সেতো
অক্ষর বয়ে আনে।
বর্তমানের অকালবোধনে
আগামীর সঞ্চয়,
বইএর পাতায় স্বাক্ষর করে
বর্ণের পরিচয়।
A GENEROUS STEP TOWARDS
THE GROWTH OF EDUCATION,
PLEASE JOIN HANDS WITH US
AND DONATE FOR 'ANKUR'
OUR PRIMARY SCHOOL
AT MADANPUR KHADAR
FOR THE UNDERPRIVILEGED.
OUR SUPPORT TODAY,
CAN GIVE THEM WINGS
TO REACH THE SKY
TOMMORROW!
Paytm
Accepted Here
PLEASE SCAN THE QR CODE
IF YOU WISH TO CONTRIBUTE
FOR THIS NOBLE CAUSE.
IN ORDER TO OBTAIN A RECEIPT
PLEASE SHOW THE SCREEN SHOT
OF THE TRANSACTION @ OUR
MUKTADHARA OFFICE.
FOR FURTHER INFORMATION
CONTACT: 73034 54989
STUDENTS OF ANKUR BENGALI PRIMARY SCHOOL
A SCHOOL FOR UNDER PRIVILEGED KIDS AT MADANPUR KHADAR
A BENGAL ASSOCIATION, NEW DELHI INITIATIVE
অঙ্কুর
BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
ankur

BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
আপনি কি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে চান?
অথবা সদস্যতা নেবার পর ঠিকানা বা ফোন নং পরিবর্তিত হয়েছে?
যোগাযোগ করুন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে
ফোন নংঃ
+91 7303400554
ইমেলঃ
bengalassociation1819@gmail.com
www.bengalassociation.com

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487